অমৃতের সন্তান

ALL GOD'S CHILLUN GOT WINGS

eugene o'neill

অমৃতের সন্তান

ইউজিন ও'নিল

ভাষান্তর

শহীদ কাদরী

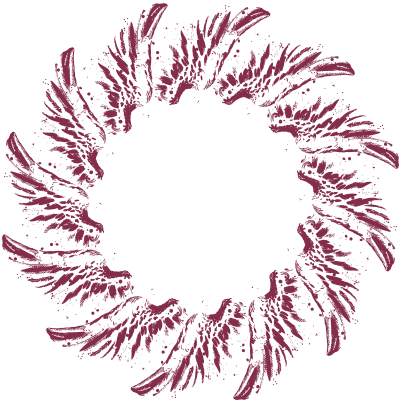

KOBI PROKASHANI

অমৃতের সন্তান
ইউজিন ও'নিল
ভাষান্তর : শহীদ কাদরী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
নীরা কাদরী

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Amriter Sontan by Eugene O'neill Translated by Shaheed Quaderi Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: December 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-5-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রসঙ্গ-কথা

কবি শহীদ কাদরী বেশ কয়েকজন বিদেশি কবির কবিতার তর্জমায় হাত দিয়েছিলেন, অনুবাদ করেছেন উইলিয়াম ফকনারের একটি উপন্যাস। কথাসাহিত্য কিংবা কবিতার ভাষান্তরের পাশাপশি তিনি একটি নাটকও অনুবাদ করেছিলেন। সাহিত্যে নোবেলজয়ী মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও'নিলের নাটক 'অল গডস চিলুন গট উইংস'-এর অনুবাদ কাদরী করেন 'অমৃতের সন্তান' শিরোনামে। উল্লেখ্য, 'চিলুন' আদতে কৃষ্ণমার্কিনিদের কথ্যবুলিতে ইংরেজি 'চিলড্রেন' শব্দের অপভ্রংশ। 'অমৃতের সন্তান' এই কৃষ্ণমার্কিন সমাজকে নিয়েই লেখা। দুই অঙ্ক ও সাত দৃশ্যে বিভাজিত নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয় ১৯২৪ সালে। শহীদ কাদরীর করা এই বাংলা ভাষান্তর প্রকাশ পায় আষাঢ় ১৩৭৪ বা ১৯৬৭ সালের জুলাইতে। প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয় শাহীন বানুর। প্রকাশকের ঠিকানা হিসেবে ছিল চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী বাজার রোডের উল্লেখ। পরিবেশক ও মুদ্রাকর যথাক্রমে একই ঠিকানার পিপলস পাবলিকেশন্স ও আর্ট প্রেস। বইতে প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। মোট ৮০ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ছিল এক টাকা।

'অমৃতের সন্তান'-এর কপি আমরা পেয়েছি লেখক মুহিত হাসানের সৌজন্যে।

চরিত্র

- জিম হ্যারিস
- মিসেস হ্যারিস, তার মা
- হেটি, তার বোন
- এলা ডনি
- শর্টি
- জো
- মিকি
- সাদা ও নিগ্রো মানুষ

দৃশ্যবিন্যাস

প্রথম অঙ্ক

- প্রথম দৃশ্য : নিম্ন নিউইয়র্কের একটি কোণ। বহু বছর আগে। বসন্তের এক বিকেল শেষে।
- দ্বিতীয় দৃশ্য : একই জায়গা। ন'বছর পর। বসন্তের এক সন্ধ্যা শেষে।
- তৃতীয় দৃশ্য : একই জায়গায়। পাঁচ মাস পর। বসন্তের এক রাত।
- চতুর্থ দৃশ্য : একই অঞ্চলের গির্জার সামনের রাস্তা। কয়েক সপ্তাহ পরের সকাল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

- প্রথম দৃশ্য : একই অঞ্চলের একটি ফ্ল্যাট। দুবছর পর, সকাল।
- দ্বিতীয় দৃশ্য : একই জায়গা। কয়েক মাস পর, গোধূলি বেলা।
- তৃতীয় দৃশ্য : একই জায়গা। কয়েক মাস পর, রাত।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নিম্ন নিউইয়র্কের নিগ্রো অঞ্চলের একটি স্থান। তিনটি সরু রাস্তা এসে একসঙ্গে মিশেছে। পেছন দিকে লাল ইটের ত্রিকোণাকার দালান। দালানটি চারতলাবিশিষ্ট। নিচের তলায় মুদির দোকান। চারতলা দালানটি দুই রাস্তার আকাশসীমা বরাবর উঠে গেছে। ফায়ার স্কেপগুলো লোকে লোকারণ্য। বাঁ দিকের রাস্তায় সব সাদা মুখ। ডান দিকের রাস্তায় কালো মুখ। বসন্তের উষ্ণ দিন। এক পাশের পায়ে চলার পথে আটটি ছেলেমেয়ে, চারটি ছেলে চারটি মেয়ে। প্রতি দলে দুটি মেয়ে দুটি ছেলে। ওরা মার্বেল খেলছে। কালো একটি ছেলের নাম জিম হ্যারিস। খুদে সোনালি চুল মেয়েটির গায়ের রং গোলাপি ও সাদা। হ্যারিসের কনুইয়ের পেছনে বসে সে তার মার্বেল হাতে করে আছে। এর নাম এলা ডনি। বয়স তার আট। কিছুক্ষণ ওরা গভীর মনোযোগ দিয়ে মার্বেল খেলে। সাদা-কালো মানুষ পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। নিগ্রোরা বসন্ত ঋতুর মেজাজ নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। সাদার দল জোর করে হাসে। স্বাভাবিক ভাবাবেগে তা বেঢপ। তাদের কথাবার্তা চাপা পড়ে গেছে হাসির আড়ালে। রাস্তায় গোলমাল—এলিভেটরের শব্দ, যান্ত্রিক ইঞ্জিনের গর্জন, ঘোড়ায় টানা গাড়ির আওয়াজ। সাদাদের রাস্তায় কেউ যেন আনুনাসিক সুরে 'সোনার খাঁচায় একটি শুধু পাখি' গানটি গাইছে। কালোদের রাস্তা থেকে এক নিগ্রো 'জাদুমণিকে ভাবছি তার পাঠাব' গানটি গাইছে। গান শেষে দুরাস্তা থেকে দুটো আলাদা ধরনের হাসির শব্দ শোনা যায়। তারপর স্তব্ধতা। অস্তগামী সূর্যের আলোয় রাস্তা উজ্জ্বল হতে থাকে। মার্বেল খেলা চলছে।]

সাদা মেয়ে : (ভাইয়ের কনুই ধরে) চলে আয়, মিকি!

তার ভাই : (কর্কশভাবে) আহ্, তুই যা না!

সাদা মেয়ে : বেশ তবে। আজ তুই ধোলাই হবি। (যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়)

তার ভাই : পালা তাড়াতাড়ি!

সাদা মেয়ে : বুড়ি কিন্তু নরক-কাণ্ড বাধাবে।

তার ভাই : (একটু চিন্তিত হয়ে) বললাম না, আমিও আসছি। নে তোর ঘোড়া থামা।

কালো মেয়ে : (কালো ছেলেকে) চলে আয়, জো। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

জো : আয় দেখি!

মিকি : খেলার নিকুচি করি! আমাকে দৌড়াতে হবে। (লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়)।

আরেকটি সাদা ছেলে : আম্মা! (লাফ দিয়ে ওঠে)।

অন্য কালো মেয়ে : লডি, দেরি হয়ে যাচ্ছে!

জো : আমার খিদে লেগেছে!

মিকি : (জিম হ্যারিসকে) তুই জিতেছিস, জিম ক্রো। কাল তোকে আবার খেলতে হবে।

জিম : (সঙ্গে সঙ্গে) বেশ বেশ! আয় এবার চলো সবাই (হাসবে)।

অন্য সাদা ছেলে : আমিও! তোর পিছু যেতে হবে।

জিম : অ। ঠিক আছে, আয় এখনি!

ছোট মেয়েরা: তাড়াতাড়ি আয়! (ছজন একসঙ্গে যেতে শুরু করে। ওরা দেখল, জিম আর এলা ইতস্তত করছে, ওরা দুজন লাজুক ভঙ্গিতে বিশ্রীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাট্টা করার জন্য ওরা ফিরে দাঁড়ায়)।

জো : ঐ জিম ক্রোর দিকে দেখ। ব্যাটা মেয়ে বাগিয়েছে। (সে হাসে। অন্যেরাও হাসে)।

জিম : (লজ্জা পেয়ে) কিছু ভাবিসনে চকোলেট!

মিকি : ঐ দুটাকে দেখ। মধু! মধু! (সে এবং অন্য দুটি ছেলে ধুয়ো ধরে)।

ছোট মেয়েরা: (এলার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে) কী ঘেন্না! ঘেন্না! সবাই তোর নাম জানে। রঙ মাখা সঙ! রঙ মাখা সঙ।

এলা : (মাথা ঝুঁকিয়ে) চুপ কর!

ছোট মেয়ে : ছেলেটা ওর বইয়ের বোঝা বইছে!

কালো মেয়ে : ওর চেয়ে ভালো কাউকে বাগাতে পারলি না, এলা? দেখ, ওর পা কত বড়। (হাতে। সবাই হাসে। জিম এলার দিকে তাকিয়ে এক পায়ের ওপর আরেক পা তোলে)।

এলা : নিজের চরকায় তেল দে! (রেগে সে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা সব ফুর্তিতে চিৎকার করে হেসে নাচতে শুরু করে)।

সবাই : ধর দেখি! ধর দেখি!

মিকি : ধুঁয়ো ধুঁয়ো। ব্যাটা জিম ক্রো রঙ মাখা সঙ!

জো : এই ছেলে, রঙ মাখা সঙ তোকে কি তার পুতুল ধরতে দেবে?

শর্টি : ননীর পুতুল! (হঠাৎ এলা কাঁদতে শুরু করে। ওরা সবাই তা দেখে চিৎকার করে ওঠে)।

সবাই : খুকি কাঁদে! খুকি কাঁদে! দেখ, দেখ! রঙ মাখা সঙ!

জিম : (হঠাৎ ঘুসি বাগিয়ে ভয়ংকর বেগে ওদের দিকে ধেয়ে যায়) মুখ সামলে কথা বলো! তোমাদেরকে আমি ধোলাই দেব কিন্তু! (ওরা সবাই হেসে, চিৎকার দিয়ে, বিদ্রুপ করে দৌড়ে পালায়। তাকে ওরা রাগাতে পারায় বিজয়ীর উল্লাস বোধ করে। সে এলার পাশে ভেড়ার মতো এসে এক পায়ের পেছনে অন্য পা ভর করে দাঁড়ায়)। আর কাঁদে না। ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

এলা : (স্বস্তি বোধ করে। মৃদুভাবে) ধন্যবাদ!

জিম : (ফুলেফেঁপে) কেমন ঘুসি! এক ঘুসি দিয়ে ওদেরকে রাস্তা থেকে গা'ব করে দিতে পারি। (হাত ছড়িয়ে সে পেশি ফুলাতে চেষ্টা করে) পেশিটা ধরে দেখ!

এলা : (পেশি ছুঁয়ে—প্রশংসার সাথে) ইস্, কী শক্ত!

জিম : (রক্ষকের মতো) রঙ মাখা সঙ! আমি যখন কাছে থাকি, ভয় পাবি না।

এলা : ও নামে আমায় ডেকো না।

জিম : আমি অবশ্য ভেবে বলিনি। তুই কিছু মনে করবি ভাবিনি।

এলা : আমি কিন্তু রাগ করি।

জিম : তোর রাগ করা উচিত নয়। ব্যাটাদের হিংসা হয়।

এলা : হিংসা? কেন?

জিম : (ওর মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ যে তোর মুখের লাল আর সাদা! কী সুন্দর!

এলা : আমার ঘেন্না লাগে!

জিম : সুন্দর! হ্যাঁ এ বড় সুন্দর! কী সুন্দর দেখতে!

এলা : আমার ঘেন্না লাগে! আমি যদি তোমার মতো কালো হতাম!

জিম : (কেঁপে উঠে) না না। তা হলে ওরা তোকে কাক অথবা চকোলেট কিংবা ধুঁয়ো বলবে।

এলা : তাতে আমার কী।

জিম : কখনো ওরা তোকে নিগারও বলবে।

এলা : আমি কিছু মনে করব না।

জিম : (বিনীতভাবে) কিছু মনে করবে না?

এলা : না। কিছু মনে করব না। (বিশ্রী নীরবতা)।

জিম : (হঠাৎ) কী জানিস তুই? স্কুলে তোর বই বয়ে নিতে শুরু করার পর রোজ আমি তিনবার পানির সঙ্গে অনেক

খড়িমাটির গুঁড়ো খেয়েছি। ওই যে নাপতে ব্যাটা টম, সে বলেছিল এতে নাকি আমি সাদা হব। হ্যাঁ রে, আমি কি সাদা হয়েছি?

এলা : (সান্ত্বনা দিয়ে) হয়তো...কিছুটা।

জিম : (এলোমেলো স্বরে) টম ব্যাটা মিথ্যুক। ও আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে। চক খেয়ে শরীরই খারাপ হয়েছে।

এলা : (অবাক হয়ে) কেন তুমি সাদা হতে চাও?

জিম : কারণ—কারণ—আমি তা পছন্দ করি।

এলা : আমি করি না। কালোই আমার ভালো লাগে। এসো আমরা রঙ বদলাই। আমি কালো হতে চাই। (হাততালি দিয়ে) যদি পারতাম, তাহলে কিন্তু ভারি মজা হতো।

জিম : (ইতস্তত করে) হ্যাঁ—হয়তো।

এলা : তা হলে ওরা আমায় বলত কাক আর তোমাকে বলত রঙ মাখা সঙ!

জিম : বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা তোকে নিগার বলতে সাহস করবে না। খুনই করে ফেলব! (দীর্ঘ নীরবতা। অবশেষে এলা লাজুকভাবে জিমের হাত ধরে। ওরা যতটা সম্ভব পরস্পর থেকে দূরে তাকায়)।

এলা : তোমাকে আমার ভালো লাগে।

জিম : আমারও তোমাকে ভালো লাগে।

এলা : তুমি আমার সাথী হবে?

জিম : হ্যাঁ।

এলা : তাহলে আমি তোমার মেয়েবন্ধু।

জিম : হ্যাঁ (রাজকীয়ভাবে) বাজি ধরে বলতে পারো এখন থেকে আর কেউ তোমায় রঙ মাখা সঙ বলতে সাহস পাবে না। ব্যাটাদেরকে চিনি তো। (সূর্য ডুবে গেছে। রাস্তায় গোধূলির আলো। একজন অর্গানবাদক রাস্তার কোনায় এসে 'অ্যানি

রুনি' বাজাতে শুরু করে। ওরা হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে শোনে। সে দূরে চলে যায়। অন্ধকার হয়ে আসছে)।

এলা : (হঠাৎ) যাঃ, দেরি হয়ে গেল। আজ ঠিক মার খাব।

জিম : আম্মো।

এলা : তাতে কিছু মনে করব না।

জিম : আমিও।

এলা : কাল স্কুলে যাওয়ার সময় দেখা হবে তো?

জিম : নিশ্চয়ই।

এলা : এখন আমাকে দৌড়ে যেতে হবে।

জিম : আমাকেও।

এলা : জিম, আমি তোমাকে পছন্দ করি।

জিম : আমি তোমাকে পছন্দ করি।

এলা : ভুলো না।

জিম : তুমি ভুলো না।

এলা : বিদায়।

জিম : বিদায়। (তারা উলটো দিকে দৌড়াতে শুরু করে তারপর হঠাৎ ইশারা পেয়ে যেন থামে)।

এলা : ভুলো না কিন্তু।

জিম : কখ্খনো না। বাজি ধরতে পারো!

এলা : এখানে! (সে তার দিকে হাত বাড়িয়ে চুমো খায়। লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালায়।)

জিম : (আত্মহারা হয়ে) গি! (সে দৌড়ে যায়)

পর্দা নেমে আসে

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই জায়গা। ন'বছর কেটে গেছে। শেষ বসন্ত। পূর্ববর্তী দৃশ্যের ঠিক এক ঘণ্টা পর। বিশেষ কিছু বদলায়নি। একটি রাস্তায় এখনও সাদার দল,

অন্য রাস্তায় কালোর দল। ফায়ার স্কেপে লোক ভরতি। কোনায় এখনও মুদি দোকান আছে। রাস্তার গোলমাল এখন আরও যান্ত্রিক। বিদ্যুৎ ঘোড়া এবং বাষ্পের জায়গা নিয়েছে। সাদা-কালো লোকেরা হেঁটে যাচ্ছে। প্রথম দৃশ্যের মতো তারা হাসে। সাদাদের রাস্তা থেকে উঁচুস্বরে নাকালো কণ্ঠে গান শোনা যায়। 'আহা, যদি পেতাম একটি মেয়ে।' কালোদের রাস্তা থেকে তার উত্তর ভেসে আসে 'আমি তো কেবল করুণাই পেয়েছি।' গানের শেষে দুটি রাস্তা থেকে হাসির রোল ওঠে। তারপর নীরবতা। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়। রাস্তার আর্ক বাতি জ্বলে উঠে মলিন আলো ছড়ায়। কোনায় দুটি গাট্টা-গোট্টা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হলো প্রথম দৃশ্যের শর্টি ও নিগ্রো ছেলে জো। রাস্তায় তারা ঘোরাঘুরি করছে। সতেরো বা তার কাছাকাছি বয়সের একটি ছেলে তার সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে হেঁটে যায়। তারা কেতাদুরস্ত পোশাক পরেছে। ছেলেটির পরনে কালো পোশাক, তার জামার কলার শক্ত। মেয়েটি শ্বেতবসনা।]

শর্টি : (তিক্তস্বরে) আরে আরে! কে যায় ওখানে? (মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে) ব্যাপার কী, লিজ? পুরনো বন্ধুদেরকে চিনতে পারো না বুঝি?

মেয়েটি : (ভয়ের সঙ্গে) হ্যাল্লো, শর্টি!

শর্টি : এত ফুর্তি কেন? ডিগ্রি পেতে যাচ্ছ বুঝি? (সে তাদের পথ আগলাতে চেষ্টা করে। তারা পাশ কাটিয়ে পালায়)।

জো : হাঃ হাঃ! দেখ, দেখ! (শর্টি আনন্দে উদ্বেল হয়)।

শর্টি : (অন্যদিকে তাকিয়ে) মিকি আসছে।

জো : কাল রাতে সে সেমি-ফাইনালে জিতেছে?

শর্টি : হ্যাঁ, একদম নক আউট করে ছেড়েছে।

জো : ঐ ছোঁড়াই আসছে। সে-ই চ্যাম্পিয়ন হবে।

শর্টি : (বিচক্ষণতার সঙ্গে) ভালো সুযোগ আছে। চেষ্টা করলেই সে কেল্লা ফতে করতে পারে। একদম খোলামেলা ব্যাপার।

(বাঁ দিক থেকে মিকি আসে। সে রঙচঙে পোশাক পরে আছে। মাথায় শোলার হ্যাট, এক কানের দিকে হ্যাটটা ঝুঁকিয়ে দেওয়া আছে। তার মুখের ভাব শক্ত ধরনের। একটা চোখ ফোলা। এ হলো গত রাতের খেলার ফল। সে উঠে আসে)।

দুজনে : হ্যালো মিকি!

মিকি : হ্যালো!

জো : নক করে দিয়েছিস।

মিকি : নিশ্চয়ই। একদম খুলি উড়িয়ে দিয়েছি। (প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে) ওদেরকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছিস?

শর্টি : (চোখ মেরে) কেন? তুই কি উৎসাহী?

জো : (চিবিয়ে চিবিয়ে) মিকি আদর্শ চরিত্রের জন্য পদক পাবে।

মিকি : অবশ্যই। ইচ্ছে করলে ওরা আমার প্যান্টের ওপর পদক এঁটে দিতে পারে। শোনো। এলা ডনিকে যেতে দেখেছ?

শর্টি : রঙ মাখা সঙ? না ওকে দেখিনি।

মিকি : (কর্তৃত্বের সুরে) আবার ও কথা উচ্চারণ করলে মুখ ভোঁতা করে দেব, ও আমার প্রেমিকা! বুঝলি!

জো : (ঠাট্টা করার সুরে) কত নম্বর? দশ নম্বর বুঝি?

মিকি : (আপ্যায়িত হয়ে) তাই হবে।

শর্টি : (ডান দিক দেখিয়ে বিদ্রুপের সুরে) কী মজা! জিম ক্রোও যাচ্ছে।

জো : (চাপা বিরক্তির সঙ্গে) ঐ নিগারও ডিগ্রি পাচ্ছে?

শর্টি : ওকে জিজ্ঞেস কর। (জিম হ্যারিস আসে। তার পরনে কালো পোশাক, সাদা শক্ত জামার কলার। নিগ্রো সে। একটু হতচকিত কিন্তু আবেগময়)।

জিম : (আনন্দের সঙ্গে) হ্যাল্লো! (তারা বিড়বিড় করে উত্তর দেয়। তিরস্কারের ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকায়)।